প্রথম আলো

তারিখ ... 4 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

সাংসদের অপেক্ষায় পাঁচ মাস

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আপন গতিতে চলতে দিতে হবে

স্থানীয় সাংসদ সভাপতি হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় রয়েছে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বর কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রায় পাঁচ মাস ধরে ব্যবস্থাপনা পর্ষদের কোনো সভা হয়নি। দুবার সভা ডেকেও স্থগিত করা হয়েছে। সাংসদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চাপে ছোটখাটো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে স্থবির হয়ে পড়েছে কলেজের কার্যক্রম। সাংসদের 'পদধূলি' পড়লেই কেবল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে!

বিস্ময়কর হচ্ছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বানেশ্বর কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং তিনিও সরকারের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ একটি কমিটিও কার্যকর রয়েছে। এ কমিটির বিরুদ্ধে তেমন কোনো বিতর্ক নেই। তাহলে তাদের কাজ করতে না দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? আমরা অতীতে দেখেছি, সাংসদ যদি সব কাজের প্রভু হয়ে ওঠেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহলে এর পরিণতি কখনোই ভালো হয় না।

জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব কাজই যদি সাংসদ করতে চান, তাহলে প্রশাসনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে বাধ্য। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ চার বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩১ মার্চের মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য তৃতীয়বারের মতো নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এর কোনো সুরাহা হয়নি। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একজন সাংসদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাস হতে পারে না।

১৯৭৭ সালের আইন অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। এই আইন অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষমতা মূলত জেলা প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে। তাই গ্রহণযোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করা খুবই যুক্তিযুক্ত।

বানেশ্বর কলেজ হচ্ছে সেই কলেজ, যেখানে বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে তৎকালীন সাংসদ নাদিম মোস্তফাকে সোনার মুকুট উপহার দেওয়া হয়েছিল, যা দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। এবার দেখার পালা আওয়ামী লীগের বর্তমান সাংসদ কাজী আব্দুল ওয়াদুদ কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আমরা চাই না, নতুন সাংসদ আরেক নাদিম মোস্তফা হয়ে উঠুন।